প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৫৯
প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

সাগরময় ঘোষ

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের কোনও কবিতারই শিরোনাম নেই। সংখ্যা দিয়েও এদের চিহ্নিত করা হল না। একেক পাতায় এক-একটি স্বতন্ত্র কবিতা দেওয়া রইল।

সূচনা

সে কাব্য অনেক। তার মূল ছন্দ, গাছ।
পাতায় বলির রক্ত নিয়ে সেও পাতা।
সে অনেক নৃত্য। তার মূল পদতলে
মাটির বিরাট, রুক্ষ হাতখানি পাতা।

সে কত সমুদ্র। তার আদিমুখ জলে।
তলভূমি শুষে তুলে পাহাড় ওঠায়—
সে যত প্রান্তর—পশুচারণের দলে
তত সে দৌড়—তত রাখালকে হারায়।

সে ছন্দ অনেক। তার মূল বৃক্ষ, নাচ।
তবু, বৃক্ষ, তুমি কত দাবানলে ছাই
আমি ছাই তাড়া করি—ধরি—আমি সেই
কাব্য ভেঙে পরমাণু-ঘূর্ণি খুঁজে পাই!

[সম্পর্ক: নীলস্ বোর: ১৯১৩]

প্রথম পঙ্‌ক্তির সূচি

আমার বিদ্যুৎমাত্র আশা ৯
ভূপৃষ্ঠের ধাতব মলাটে ১০
সমুদ্রে পা ডুবিয়ে ছপছপ ১১
শবগাছ, হাত-মেলা মানুষ ১২
ছাদে জড়ভরত সন্তান। তার গলা ১৩
তমসা, আমার সীমা জল ১৪
শান্তি শান্তি শান্তি শান্তি যখন সোনালি পাগলিনী ১৫
হিংসার উপরে কালো ঘাস ১৬
আমার মায়ের নাম বাঁকাশশী...১৭
কাঠের ছাগল আর কাঠের মহিষ—জ্যান্ত হল ১৮
স্বপ্নে মরা ময়ূর, তার ১৯
মার? সে তো জানলার ওপরে এসে বসে ২০
কী দুর্গম চাঁদ তোর নৌকার কিনারে গাঁথা আছে ২১
জননী এই আঙিনা-আজ ২২
আমলকীতলার নীচে মায়ের হাতের শাদা শাঁখা ২৩
আমাকে প্রত্যেকবার কেটে ২৪
অতীতের দিকে উঠে চলে ২৫
ঘরে রাধাবিনোদ আকাশ ২৬
মা এসে দাঁড়ায় ২৭
আমলকীতলার গন্ধে সার বিষণ্ণতা ২৮
রাস্তা পড়েছে ব্রিজ—জল নেই—বালি ২৯
দুখানি জানুর মতো খোলা ৩০
ক্ষুধার শেষ ক্লান্তি, ক্ষার, ঘুমের শেষ জল ৩১
স্তূপের তলায় রাখো ঘাসলতাপাতা ৩২
শিরশ্ছেদ, এখানে, বিষয় ৩৩
সমুদ্র তো বুড়ো হয়েছেন ৩৪
জল থেকে ডাঙায় উঠে ওরা ৩৫
অন্ধকার আকাশবাতি ৩৬
আর কারো ময়ূর যাবে না ৩৭
একটি শেষমুহূর্তের নারীসিন্ধুতট ৩৮
নিজের ছেলেকে খুন ক'রে ৩৯

হে অশ্ব, তোমার মুণ্ড ৪০
বাদুড় বৃষ্টির মধ্যে দেবদারু গাছ ছেড়ে যায় ৪১
ওই যে বাড়ির তীরে কবর ওঠানো তার ৪২
আজ কী নিশ্চিত কী বিদ্যুৎ কী হরিণ এই দৌড় ৪৩
স্নান করে উঠে কতক্ষণ ৪৪
কিন্তু আগুনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবার কথাটা মনে থাকে যেন ৪৫
পোকা উঠছে। গাছের কাণ্ডের গায়ে পোকা ৪৬
হৃদপিণ্ড—এক ঢিবি মাটি ৪৭
বাড়িটি আকাশে ফুটে আছে ৪৮
ভাঙা বাড়ি। চারিদিকে ঘাস ৪৯
পশ্চিমে বাঁশবন। তার ধারে ধারে জল ৫০
কূর্ম চলেছেন। তাঁর পিঠ থেকে হঠাৎ ৫১
গাছের জন্মান্ধ ৫২
তোমাকে কাদার মধ্যে কাদাপাখি মনে করলাম ৫৩
প্রেতের মিলননারী নেই ৫৪
তোমার পুরুষমুখে কাঁধ অবধি ঢুকিয়ে ছিলাম ৫৫
বালি খোঁড়ে আমার বৃশ্চিক ৫৬
মাঠে বসে আছে জরদ্গব ৫৭
অন্ধ চলেছেন। খঞ্জ চলেছেন, লাঠি ৫৮
রেণু মা, আমার ঘরে তক্ষক ঢুকেছে ৫৯
ওই কালস্রোত। আমি ৬০
তাত লেগে চোখ খুলল। বালিস্তর ঠেলে ৬১
ওরা ভস্মমুখ। ওরা নির্বাপিত। ওরা ৬২
এই শেষ পায়রা। এই শেষ ৬৩
নৌকো থেকে বৈঠা পড়ে যায় ৬৪
তুমি কি বিশ্বাসহন্তা? না, তুমি বিশ্বাসী ৬৫
আমি তো আকাশসত্য গোপন রাখিনি ৬৬
জ্বলতে জ্বলতে পাখি পড়ছে ৬৭
আমার স্বপ্নের পর স্বপ্ন হল আরো বেলা যেতে ৬৮
সমুদ্র না প্রাচীন ময়াল? পৃথিবী বেষ্টন করে ৬৯
....তারাখণ্ড সমুদ্রে পড়েছে ৭০
সিদ্ধি, জবাকুসুম সংকাশ ৭১

ঋণ: মধুকর মুখোপাধ্যায়, অনুপ মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ চক্রবর্তী, রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু চাকী

আমার বিদ্যুৎমাত্র আশা

তার দিকে, রাত্রি হলে, ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়েছে
মেঘের পিছনে রাখা পুরোনো কামান

কালো, গোল গলা দিয়ে উঠে আসে অগ্নিরঙ থুতু—
বহুজনে পোড়ানো সম্মান

কে আমার লেখা শোনে? এক রক্তমাখা ভগবান!

ভূপৃষ্ঠের ধাতব মলাটে
দাঁড়িয়েছে ইস্পাতের ঘাস

রাত্রি ঢেকে শুয়েছে আকাশ

না-পড়া বিদ্যুৎশাস্ত্র হাতে
ক্রীতদাস চলে যায় কারাগার হারাতে হারাতে..

সমুদ্রে পা ডুবিয়ে ছপছপ
যে-ধীবর হাঁটে

মাথার টোকাটি উল্টে ধ'রে
যে পায় টুপটাপ উল্কা, চাঁদ

সমুদ্রের ছাদ ফুটো ক'রে
একটি উষায় তার মাথাটি আগুন লেগে ফাটে

তোমার ধৈর্যের ভাঙে বাঁধ

আবার শতাব্দীকাল পরে
রক্ত চলতে শুরু করে আমার ডানার শক্ত কাঠে...

শবগাছ, হাত-মেলা মানুষ

তার সামনে দিয়ে জলধারা
চলে গেছে শেষ প্রান্তে, বহুদূর ভোরের ভিতরে

স্বল্প আলোকিতমুখ গুহাটির গলা অব্দি জল...
ওই পারে দিন

এপারে সমাপ্ত কবি, যার মুখ সূর্যাস্তরঙিন!

ছাদে জড়ভরত সন্তান। তার গলা
লম্বা হয়ে জল খেতে যায়
দূরের পুকুরে

রাস্তায়, বাদাড়ে নিশি থেকে থেকে ডাকে

শেষরাত্রে, মেঘের আলপথে
একটি কঙ্কাল ফেরিওয়ালা
হেঁকে যায়: চাই, দই চাই...

ছাদে জড়ভরত সন্তান, তার
খটখটে তেষ্টায় সঙ্গ দিতে
পুকুরে মুখ দিয়ে আমি খাই—
জলের বদলে রক্ত—খাই...

তমসা, আমার সীমা জল

জলের উপরকার চরে
একদিন বসেছিল পৃথিবীর মতো ভারী পাখি

ভূমিতলপিণ্ড তার চাপ
এতদিনে গলিয়ে দিয়েছে

যা গলেনি
ভূমির সমান ভারী পাপ

তার নীচে চাপা পড়ে আছে
নখচঞ্চুপালকের ধ্বংস অবশেষ

তমসা, আমার সীমাতীরে
এখন অরণ্যকূল, শান্ত গৃহসারি
স্নান আর কলহাস্য, নৌকা আর সাঁতারুর ঝাঁপ

যাদের অজ্ঞাতসারে রাত্রে মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে
আমার পিঠের বালি-কাদায় তারকাচিহ্ন—
দানবপক্ষীর পদচ্ছাপ!

শান্তি শান্তি শান্তি শান্তি যখন সোনালি পাগলিনী
তীরে বসে বসে খায় সূর্যাস্ত একের পর এক
হা সমুদ্র জলরাশি শুকিয়ে রক্তাভ বালিখাত
পিছনে শহর মরা ইটকাঠ ইটকাঠ স্তূপ
ভোর দ্বিপ্রহর ধ্বংস, সন্ধ্যা বা নিশীথকাল শেষ
বাতাসে গর্জনশীল সোনাগুঁড়ো বালিগুঁড়ো শুষে
শান্তি শান্তি শান্তি ডাকে তীরে যে-সহিংস পাগলিনী
সূর্যেরা কেবলই অস্তে চলে তার গণ্ডূষে গণ্ডূষে...

হিংসার উপরে কালো ঘাস
নীচে হাড়, মাটি জমা খুলি

কারোর জানার কথা নয়

মালসার মতো গোল পৃথিবী মুখের কাছে ধ'রে
ভেতরের হাড় মাটি কয়লা তেল লোহা
ফেলে দিয়ে, ফাঁকা ওই করোটিতে আমি রাত্রিভোর
সশব্দ খাঁকারে রক্ত, দমকে দমকে রক্ত, ফেলি

তলায় আকাশ বয়ে যায়

আমার মায়ের নাম বাঁকাশশী, আমার শ্যামের নাম ছায়া।
আমার তরঙ্গ মানে খোলা বাড়ি—ছাদ থেকে যার
নীচে পড়ে হানাহানি খেলা—

আমার সম্পূর্ণ ভুল চাতক আকাশ খুঁড়লে বালি
আমার বাবার মুখে পান, গায়ে চাদরে উল্কারা সরে যায়

মা, নীচে, সমুদ্রে খসে পড়ে।

কাঠের ছাগল আর কাঠের মহিষ—জ্যান্ত হল।
খটখট লাফাঝাঁপি, খাট ও টেবিল ঘিরে বাঁধ—
মুখ নিচু ক'রে ওরা মেঝেতে স্ফুলিঙ্গ পান করে

পা নামাই খাট থেকে—মোজাইকে সূর্য দেখা দেয়
রক্তাভ কটাহে দু পা, ক্রুশে বেঁধা দুটি হাতে ডানার ফোয়ারা
আমি, জানলা দিয়ে বেরিয়ে এলাম

নীচে দূর মর্ত্যলোক—কাঠের মহিষ, ঘোড়া, কাঠের মেষকুল
তাদের পায়ের নীচে ঘূর্ণমান—রক্তবর্ণ লোহার প্রান্তর

স্বপ্নে মরা ময়ূর, তার
গায়ে চাঁদের আলো

কার্নিশের ফণীমনসা
ছাদের কোণে ঘর

কাঁটায় বেঁধা কতকালের
শুকোনো সব পাখি

ওদের গলায় ফিসফিসোয়
বাতাস, ডাক, স্বর

মরা ময়ূর দাঁড়িয়ে—গায়ে
ফুটফুট জোনাকি

শিকল গেঁথে ঝোলানো চাঁদ,
পেণ্ডুলাম, কালো

হেলানো গাছ, গলতে থাকা
ইটকাঠের বাড়ি

স্বপ্নে মরা ময়ূর, তার
স্পষ্ট চোখ, খোলা

মার? সে তো জানলার ওপরে এসে বসে।
হাতে ভাণ্ড। চুমুক দিতেই
তার স্বচ্ছ গলা দিয়ে নামে
গলে যাওয়া নীহারিকা, চ্যাপ্টা সূর্য, বিন্দু বিন্দু চাঁদ—
তার শিরা উপশিরা বেয়ে
বইতে থাকে পুরো ছায়াপথ

সে যখন জানলা ছেড়ে যায়
ধোঁয়ার স্রোতের মধ্যে উল্টেপাল্টে ঘরে এসে ঢোকে
অতীত—তালগোল পিণ্ড—পিণ্ডের মতন ভবিষ্যৎ!

কী দুর্গম চাঁদ তোর নৌকার কিনারে গাঁথা আছে!
অন্যদিকে কী সুন্দর মাঝি!
যার মুখ কঙ্কালের, যার বাহু জং-ধরা লোহার।

বল্, তোর মাঝিকে বল্, শুরু করতে লৌহের প্রহার।
অত যে দুর্মূল্য চাঁদ, সেও তো সুলভে ভাঙতে রাজি!
খণ্ডে খণ্ডে জলে পড়ছে, জল ছিটকে উঠছে দূরে কাছে..

বল তোর ইচ্ছে হয় না সেই দৃশ্যে দাঁড়াতে আবার
ওই উল্কাগুলি খেতে জলরাশি সরিয়ে যখন
রাক্ষুসে মাছের মুখ ভেসে উঠবে জলদেবতার?

জননী এই আঙিনা—আজ
শরীর বটচারা

বাতাস পথবালক, আর
মেয়েটি লণ্ঠন!

আমলকীতলার নীচে মায়ের হাতের শাদা শাঁখা
ভেঙে পড়ে আছে—পাশে নতুন ইস্কুল বাড়ি ওঠে

ঘাট থেকে বাড়ি ফিরছে শ্রাদ্ধের একান্নবর্তী দল
পুরাতন স্বামীহারা বেড়া থেকে উঁকি দিয়ে দ্যাখে
নতুন বিধবামূর্তি কার?

গিরগিটি দৌড়য়, সামনে পুরনো বাড়ির হাড়গোড়
মরা গাছ, তারও গায়ে বিষাক্ত পিঁপড়ের সারি নামে

ওখানে শ্মশানে বসল দশ বছর আগে

পথে প'ড়ে বাবলাফুল, ধামা ও কম্বল

আমলকীতলার নীচে আঁকমগ্ন নতুন পড়ুয়া

ঘাসের ওপরে
মায়ের হাতের ভাঙা শাঁখা—
তাতে শুভ্র রোদ্দুর পড়েছে

আমাকে প্রত্যেকবার কেটে
পশুরক্ত পাওয়া যাবে—পর্বতচূড়ায়
পা থেকে আমার ধড় উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলেই
পাখিরা চিৎকার করবে—লাল হবে আকাশ

সমুদ্রের জলে
আমার মহিষমুণ্ড, বেঁকে যাওয়া শিঙ
দেখা দেবে সূর্যের বদলে।

অতীতের দিকে উঠে চলে
যুদ্ধ শব, হাজার হাজার

শিখরের উপরে তুষার

তাদের পিছনে আলো জ্বেলে
বসে আছে ছোট ছোট বাড়ি

স্বামীপুত্র হারানো সংসার

ঘরে রাধাবিনোদ আকাশ
ঝুলনের চাঁদটি মেঝেতে

বিছানার পাশের লণ্ঠন
তার শুধু চক্ষু দপ্‌দপ্‌

অমাবস্যা পূর্ণিমা সড়ক
ফালাফালা ক'রে সারারাত

সে খুঁজে বেড়াচ্ছে একফালি
কবিতা লেখার যোগ্য শব!

মা এসে দাঁড়ায়
জানালায়

নিম্নে স্রোত, নদী

জল থেকে লাফিয়ে উঠছে এক একটা আগুনজ্বলা সাপ

আমি সে-নদীর থেকে তুলে নিতে আসি
আমার শিকলবাঁধা বাঁশি

আকাশের উঁচু জানালায়
মা এসে দাঁড়ায়

সরে যায়।

আমলকীতলার গন্ধে সার বিষণ্ণতা
বেতাল যে-গাছে থাকে সে-গাছের পাতাও নড়ে না

আমলকীতলার গন্ধে শোকপোড়া আলো
বেতাল আকাশপথে জোনাকি কুড়িয়ে হেরে ভূত

মরা মুখ উঠে এল রাতের জানলার বিপরীতে

আমলকীতলার বায়ু, হে ধায়, ঊনপঞ্চাশ দিকে
ধাক্কায় ফেলেছে তাকে জানলা থেকে খাড়া নর্দমায়

মাঝখানে পৃথিবী ঘোরে, সূর্য দাঁতে কামড়ে ঘোরে বায়ু।
আমার একাকী মুখে জ্যোতিশ্চক্র বিদ্যুৎ ছেটায়

দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে উদয়অস্তের মধ্যভাগ
রক্ত ও আনন্দমাখা কবি হন পুনর্জাগরিত

পাড়ার লোকের তাতে বিস্ময় কাটে না, গালে হাত
আলোচনা করে তারা: আরে, আরে—কই

এ তো তেমনই বজ্জাত আছে—রোদবৃষ্টি খেয়ে ফেলছে
গাছপালা উড়িয়ে নিচ্ছে আগের মতোই!

রাস্তায় পড়েছে ব্রিজ—জল নেই—বালি
রাস্তায় পড়েছে শুকনো ধুলো ও আগাছা ভরা বিরাট ইঁদারা

শ্মশান? পড়েছে তাও—
চিতায় চাদর ঢেকে শুয়েছিল যারা
তারা কাজে বেরিয়েছে প্রান্তরে, কামান গাড়ি ঠেলে

হঠাৎ কোথায় হাওয়া? চাপাচুপি খড়ের নিঃশ্বাস?

কবরে, বোমার গর্তে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখি
মা, আর মায়ের হাতে মুখ চাপা অনাথ।

দুখানি জানুর মতো খোলা
হাড়িকাঠ
মুখ রাখো তাতে

চোখের পলক ফেলতে মাথা ছিটকে চলে যাবে সামনের মাঠে

ক্ষুধার শেষ ক্লান্তি, ক্ষার, ঘুমের শেষ জল—
যুদ্ধ, শেষ-খেলা

শেষরক্ত আকাশে পড়ে—রক্ত খেয়ে খেলায়
সূর্য লাল ঢেলা

গোলায় পোড়া শহর, গাছ, পতাকা দিয়ে ঢাকা–
বিকেলবেলা কামানে নীল রঙ

সারাদিনের শিকার শেষ—আকাশে বেরিয়েছে
বেলুন হাতে, দেবদূতের সঙ।

স্তূপের তলায় রাখো ঘাসলতাপাতা
এনেছি বলির পশু, ছাগ

সে ভুলে গিয়েছে তার গত শিরচ্ছেদ
অথচ গলায় তার
এখনো মালার মতো দাগ

শিরশ্ছেদ, এখানে, বিষয়।
মাটি তাই নরম, কোপানো।

সমস্ত প্রমাণ শুষছে ভয়
কখনো বোলো না কাউকে কী জানো, বা, কতদূর জানো।

সমুদ্র তো বুড়ো হয়েছেন
পিঠের ওপরে কত ভারী ভারী দ্বীপ ও পাহাড়

অভিযাত্রী, তোমার নৌকাটি
খেলনার প্রায়

সংকোচ কোরো না তুমি, ওইটুকু ভার
অনায়াসে সমুদ্রকে দিয়ে দেওয়া যায়!

জল থেকে ডাঙায় উঠে ওরা
পালিয়ে চলেছে আজীবন
এক যুগ থেকে অন্য যুগে

উড়ে আসে ক্ষেপণাস্ত্র, তীর

ছেলে বউ মেয়ে বুড়ো জননী ও শিশু কোলাহল

দাউদাউ উদ্বাস্তু শিবির

অন্ধকার আকাশবাতি
এই সড়কে নয়ন

ফাটল, খাদ, গর্ত—সব
ধসে পড়ার সুযোগ

পার ক'রে আর মাটির ওপর
ফুটে বেরোনো দাঁত

ব্যর্থ ক'রে, নিশিজাগর,
জলের নীচে শয়ন!

জলে তৈরি সড়ক, তাতে
আকাশবাতি ফেলে

রাস্তা দ্যাখে অন্ধ—পাশে
এক সন্ধ্যাকাশ

দুই সঙ্গী হাঁটে, তাদের
গমনপথ থেকে

কাঁটা, কামড়, গরল আদি
গুপ্তকীট নাশ!

আর কারো ময়ূর যাবে না
আমার সম্পূর্ণ খাতা—সাপ

এবার যে 'দ' আকার বাজ পড়ে, তাতে
সাপগুলো দগ্ধে পুড়ে ঝলসে এঁকেবেঁকে
জীবন পেয়েছে

ওদের আমি খালে বিলে পাহাড়ে জঙ্গলে
ছেড়ে দিই, ওদেরকে দেখে ময়ূরেরা
ধড়ফড় দৌড়য় আর দেহ থেকে শত শত চোখ
খসে পড়ে

রাত্রিবেলা আমার খাতায়
মাথা তোলে হানাবাড়ি, চাঁদ
দেখি তার ছাদে ও পাঁচিলে

ঝটপট লাফিয়ে উঠছে ওইসব ঝাঁঝরা ময়ূর

একটি শেষমুহূর্তের নারীসিন্ধুতট
অন্যটিতে আরম্ভের ডানা ছড়ানো ঈগল

ছোঁ মেরে ওঠে আবার, তার নখে সরীসৃপ
পায়ের গোছে শিকল

একটি শুভ আরম্ভের মাঙ্গলিক ঘট
ঘটের নীচে সাপের চোখ, মণি

বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়ার পরেও বাকি থাকে
কলম, তর্জনী

মাটিতে কান, মাটির নীচে রক্ত চলাচল—
ভূগর্ভের হৃদয় নড়ে—ওষ্ঠ? নড়ে তা-ও!

দুঃখ তার কণ্ঠা ক্ষুর দিয়ে
ফাঁক করেছে—খাও

নিজের ছেলেকে খুন ক'রে
ঐ দেখ, চলেছে অভাবী

নিজের মেয়েকে বিক্রি ক'রে
ঐ ফিরে যাচ্ছেন জননী

ওদের সঞ্চয় থেকে ফেরার রাস্তায় পড়ে যায়
অশ্রুর বদলে বালি, পয়সা ও রক্তের চাকতি—গোল

তারপর সমস্ত জল। শুধু ওই গোল গোল পাথরে
আগুন ধকধক করবে একদিন, আর সেই আগুনে পা ফেলে

ক্রোধ শোক দগ্ধ এক জলে ডোবা দেশ
পুনরায়, খুঁজে খুঁজে বেড়াবে পাগল

হে অশ্ব, তোমার মুণ্ড
টেবিলে স্থাপিত। রাত্রিবেলা
হাঁ করা মুখ থেকে
ধোঁয়া ঝরে

আর সে-ধোঁয়ার মধ্যে চতুষ্পদ কবন্ধ তোমার
সারামাঠ ছুটোছুটি করে!

বাদুড় বৃষ্টির মধ্যে দেবদারু গাছ ছেড়ে যায়

বাদুড় আমার রক্ত খেয়ে
আকাশে পালায়

পালিয়ে বাঁচে না

রাত্রে দেখা যায়
বাদুড় চাঁদের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে
পেট থেকে, রক্ত নয়, বালি ওগরায়

ওই যে বাড়ির তীরে কবর ওঠানো তার
ছায়াচরে ঘুমে শুরু হই

আমার অতীতকাল জলে ডাক দিলো: ‘ওরে
লগ্নে লগ্নে ফেরী ছেড়ে যায়’

গৃহমুণ্ডে যে-বায়স নুড়িমুখে বসে তার
‘কা’ধ্বনিতে সকাল অজ্ঞান

খেলনা দুর্গের সামনে যতবার হাবাখেলা
উত্থাপন করি, বাজে টাকা

যতই পালাতে যাই, ছাদ ভেঙে মাথায় পড়ে
ততবার হতভাগ্য যশ

সখার আঙুল শুষে পদ্মিনী খেলেন, ফলে
তুমিও ঝিনুকে ঢুকে খুন

মা বাবার সঙ্গে বসে বশবর্তী এ কবিতা
সকাতরে পড়া অসম্ভব

ওই যে উঠোন থেকে গৃহরক্ত বয়ে আসে
সবার দরজায় কাদা, পা পিছলে আসুন

রাস্তায় পলায়মান ভবিষ্যৎকাল, তার
হাত পায়ে বেড়ি আর পিছনে কুকুর

কালপুরুষের কাঁধে উড়ে বসে কাক, সেও
তারা ফেলে ফেলে ভরছে ব্রহ্মাণ্ড কলস

ওই যে ছায়ার তীরে শোয়ানো কবর, তার
বাড়ি-তীরে বালি ঝুরঝুর

পূর্বের আকাশ, মত্ত, পাশে এসে দাঁড়ালেন
ও আমার ভয় ভেঙে চুর

আজ কী নিশ্চিত কী বিদ্যুৎ কী হরিণ এই দৌড়
কী প্রান্তর, কী উড়ে যাওয়া ধুলো এই হাত

কী ময়ূর এই নৃত্য

কী কূপ কী বন্ধ কী জিভ-বেরিয়ে-পড়া এই ঈর্ষা
কী অবধারিত কবর সব গর্ত
আর পশ্চাদ্ধাবনরত পিশাচদের কী হঠাৎ তলিয়ে যাওয়া

আজ কী সম্রাজ্ঞী এই ছন্দ
শয়তানও যাকে কেনবার কথা কল্পনা করে না

স্নান করে উঠে কতক্ষণ
ঘাটে বসে আছে এক উন্মাদ মহিলা

মন্দিরের পিছনে পুরনো
বটগাছ। ঝুরি।
ফাটধরা রোয়াকে কুকুর।

অনেক বছর আগে রথের বিকেলে
নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়ে আর ওঠেনি যে-দস্যি ছেলেটা
এতক্ষণে, জল থেকে
সে ওঠে, দৌড় মারে, ঝুরি ধরে খুব দোল খায়
সারা গা শ্যাওলায় ভরা, একটা চোখ মাছে খেয়ে গেছে

কেউ তাকে দেখতে পায় না, মন্দিরের মহাদেবও ঢুলছে গাঁজা খেয়ে
সেই ফাঁকে, এরকম দুপুরবেলায়—
সে এসে মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা ক'রে যায়।

কিন্তু আগুনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবার কথাটা মনে থাকে যেন!
মাটি ফেটে তলিয়ে যাবার কথাটা

যেন মনে থাকে ভূমিকম্পের ফাটল থেকে হাত বেরিয়ে আসা
আর মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে, ডিঙি মেরে,
সূর্যের পেটে মুখ ঢুকিয়ে দেওয়া

কয়েক যুগ পরে, সূর্য নিভে আকাশ থেকে খসে পড়ল যখন
তখন, আর কিছু না পেয়ে, খিদের চোটে, পরস্পরকে
খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার কথাটাও মনে থাকে যেন...

পোকা উঠছে। গাছের কাণ্ডের গায়ে পোকা।
ধানবীজ হাতে ঢেলে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেখছে ধুতি ও ফতুয়াপরা চাষি

হাবলা গোবলা ছেলে দৌড়ে নেমে আসছে ঢালু পিচরাস্তা থেকে

ওরে পড়ে যাবি, ওরে পড়ে যাবি, ডাকতে ডাকতে আমি
বল্মীকের স্তূপ ভেঙে সমাজ সংসারে ছুটে আসি

হৃদপিণ্ড—এক ঢিবি মাটি
তার উপরে আছে খেলবার
হাড়। পাশা। হাড়।

হৃদপিণ্ড, মাটি এক ঢিবি
তার উপরে শাবল কোদাল চালাবার
অধিকার, নিবি?

চাবড়ায় চাবড়ায় উঠে আসা
মাটি মাংস মাটি মাংস মাটি—
পাশা। হাড়। পাশা।

দূরে ক্ষতবিক্ষত পৃথিবী
জলে ভেসে রয়েছে এখনো—
তাকে একমুঠো, একমাটি

হৃদপিণ্ড, দিবি?

বাড়িটি আকাশে ফুটে আছে।

ছাদে ওই বালকবালিকা
নীচে দড়ি ফেলে ধরছে খেয়ানৌকো চাঁদ।

ক্রমশ গুটিয়ে তুলছে মেঘ থেকে আরো ঊর্ধ্বাকাশে

যা—ওদের কাছে যাবি? বিদ্যুতের মতো নীল কাছে?

ভাঙা বাড়ি। চারিদিকে ঘাস।
এখানে কি কেউ বাস করে?

জড়বুদ্ধি ক্রোধ, হাহাকার
জমে জমে পিণ্ড হয় ঘরে

বন্ধু না—বন্ধুর জ্যান্ত লাশ
হাত নাড়ে জানলার ভিতরে

জানলার এপারে লম্বা ঘাস
পোকামাকড়ের ঝাঁক চলাচল করে!

পশ্চিমে বাঁশবন। তার ধারে ধারে জল।

বিকেল দাঁড়াল ধানক্ষেতে।

জলে ভাঙা ভাঙা মেঘ। ফিরে আসছে মাছমারা বালকের দল।
খালি গা, কোমরে গামছা, লম্বা ছিপ, ঝুড়ি—
আবছা কোলাহল।

তোমার কি ইচ্ছে করে, এখন, ওদের সঙ্গে যেতে?

কয়েদি উত্তর দেয় না। সে শুধু বিকেলটুকু
এঁকে রাখছে ঘরের মেঝেতে।

কূর্ম চলেছেন। তাঁর পিঠ থেকে হঠাৎ
পৃথিবী গড়িয়ে পড়ে যায়

শূন্যে সে-গোলক ধরতে, ঘুম ভেঙে, শশক লাফায়

আকাশ ঝকঝক করে ওঠে
শ্বেতশুভ্র একটি উল্কায়

গাছের জন্মান্ধ।
দীপ, জন্ম থেকে গাছ।

দীপজন্মে যাই আমি—চোখ বাঁধা—
মাথায় শিখার তীব্র নাচ।

তোমাকে কাদার মধ্যে কাদাপাখি মনে করলাম।
মাছ খুঁজছ? লম্বা সরু ঠোঁট দিয়ে আমার
খাবার জোগাড় করছ বুঝি?

ওগো ও জননী পাখি, আমি স্বপ্নে ডাকি
তোমার মা নাম

তোমার জরায়ু-কলসী এখন তো শুকনো, শুধু বালিমাটি ভরা

বুড়ি, তবু আমাকে একবার, হাত পা মুড়ে
তোমার ডিমের মধ্যে শুয়ে থাকতে দেবে?

প্রেতের মিলননারী নেই।
সে তাই চন্দ্র ও সূর্য দুটি হাত রেখে
ক্রিয়াশীল আগ্নেয়গিরিকে ভেদ করে
পৃথিবীর সঙ্গে মিলতে চায়—

জিহ্বাহীন মুখ থেকে অতৃপ্ত রমণশব্দ
মেঘ ফেটে গেলে—শোনা যায়।

তোমার পুরুষমুখে কাঁধ অবধি ঢুকিয়ে ছিলাম
এখন আঙরা-কালো কাঠকয়লা থেকে
বাষ্প উঠছে। সবদিকে মাথা দিয়ে ঢুঁসো মারি,
বাতাসের অদৃশ্য দেওয়াল ফেটে ফেটে
গলগল আগুন ওঠে।
ও নিয়তিপুরুষ, এরপর
অর্ধেক সিংহের রূপে তোমার বিপুল অবয়ব
থাম ভেঙে একদিন আমার জানুতে আছড়ে পড়ে—
আমার কলমে, নখে, ছিন্নভিন্ন হয়।

বালি খোঁড়ে আমার বৃশ্চিক—
রৌদ্রে তার অসুবিধা হয়।

হাওয়ার, লোকের চাপে, বালি সরলে
সে বেরিয়ে আসে।

কাঁপাকাঁপা পায়ে
তটের পাথর খুঁজে তার নীচে সুড়ঙ্গ বানায়

শুধু রাত্রিবেলা তার আদিগন্ত ছড়ানো শরীর
ভেসে ওঠে সমুদ্রের উপর-আকাশে

তারকা নির্মিত দাড়া, অগ্নিময় দুটি পুচ্ছ-হুল
খেয়ালখুশিতে সে নাড়ায়

বসতি ঘুমোয়, শুধু জগতের সকল সমুদ্র যাত্রা থেকে
নাবিকরা তাকে দেখতে পায়।

মাঠে বসে আছে জরদ্গব।
মাথায় পাহাড়।
সামনের থালায় মাটি। তৃণ।

সে খায়, থালায় গর্ত খুঁড়ে—
দইয়ের ভাঁড়ের মতো কেটে কেটে নামে—
তার ক্ষিদে শেষ হয় না—খনিজ সম্পদ
কমে আসে, আরো কম—সুড়ুৎ চুমুকে
জমানো তেলের গর্ভ খালি হয়ে যায়

কাদা-ঝোল মাখা হাতে, জরদ্গব, থালা মনে ক'রে
খালি ফুটো পৃথিবী বাজায়!

অন্ধ চলেছেন। খঞ্জ, চলেছেন। লাঠি
পুরনো বন্ধুর মতো চলেছে তাঁদের সঙ্গে।
হাত কাটা। ন্যাড়া মাথা। ঘেয়ো।
অষ্টাবক্র। ব্যান্ডেজ জড়ানো
চাকাঅলা কাঠের বাক্সের মধ্যে বসা—
সকলকে নিয়ে এই ধীরগতি মিছিলও চলেছে
অতিকায় মেঘের চাঙড় ফেটে ফেটে
গনগনে অস্তরশ্মি বেরোচ্ছে তখন
ঢাল বেয়ে ঢাল বেয়ে সকলেই ওই
চুল্লির ভিতরে নেমে যেতে
ব্যান্ডেজ, কাপড়, কাঠ, চাকা, ক্ষয়গ্রস্ত হাড়, আর
খণ্ড খণ্ড না-মেটা বাসনা
কতরকমের সব রঙিন পালক হয়ে ছিটকে ছিটকে উঠেছে আকাশে

আমলকীতলার মাঠে, এখনো একেকদিন, সেইসব রঙ ভেসে আসে

রেণু মা, আমার ঘরে তক্ষক ঢুকেছে
তক্-খো, তক্-খো—তার ডাক

রেণু মা, সংকেতগাছ দূরে দাঁড়িয়েছে
জ্যোৎস্না লেগে পুড়ে গেছে কাক

আমি সে-গাছের ডালে, দড়ি ভেবে, সর্প ধরে উঠি
সর্প থেকে বিষ খসে যায়

রেণু মা, তোমার হাতে তালি বাজে—রাতের আকাশে
ডানা মেলে জ্যোতির্ময় তক্ষক পালায়

ওই কালস্রোত। আমি
সিমেন্ট বাঁধানো পাড় থেকে
হাত ডোবাই।

আমার আঙুল গলে যায়। কব্জি, বাহু
গলে যায়। ঘাড়ের উপরে মুণ্ডু নিয়ে
আমি হাত-পা-কাটা জগন্নাথ
নদী-নালা আঁকা এক ঘুরন্ত বলের পিঠে
বসে থাকি।
শূন্যে পাক খাই।

তাত লেগে চোখ খুলল। বালিস্তর ঠেলে
বেরিয়ে এলাম। পাহাড় তুষারহীন
গাছেরা দণ্ডায়মান কাঠ
জনপদ লোহা ইট কংক্রিটের কালো স্তূপ মাটি

ফ্যাকাশে হলদেটে সূর্য বিরাট চাকার মতো ছড়িয়ে রয়েছে
৭০০ কোটি বছরের পরের আকাশে
সমস্ত জ্বালানি পুড়ে শেষ।

বালির সমুদ্রখাতে আমি হাত জোড় করে দাঁড়াই
আমার কপালে এসো, ঝরে পড়ো,
রৌদ্র নয়—সূর্য-পোড়া ছাই!

ওরা ভস্মমুখ। ওরা নির্বাপিত। ওরা
ধূম্রনাসা কাঠ

অনেক পাঁকের নীচে আধপোড়া কাঠ হয়ে ওরা
পালিয়ে ঘুরেছে কতক্ষণ।

এক একটি ক্ষণের সঙ্গে এক এক শতক পার হল

এখন আমার কাজ ওদের বিছানাগুলি খোঁড়া
ওদের সযত্নে শুইয়ে গায়ে চাপা দেওয়া
চাদর কম্বল নয়—মাটি

ওরা মা বাবার মতো। ওদের অস্থি-র খোঁজ পেতে
শত শত গোর গর্ত বাঙ্কার ফক্স-হোল খুঁড়ে খুঁড়ে
তাই এত ক্রোধ কান্না শোক ভস্ম ঘাঁটি।

এই শেষ পায়রা। এই শেষ
শান্তির পতাকা। ঘাড়ে পোঁতা। কিন্তু তার
ছুঁচালো লোহার দণ্ড ঘাড়ে ঢুকে থামে না—এগোয়।
খোঁজে শিরদাঁড়া—ইলেকট্রোড।
পায়। ছোঁয়। গর্ত করে
আর দিন চলে যায় শতলক্ষ বছরের পার

তারপর যারা আসে, তারা দেখে বসে আছে
একটি মনুষ্যমূর্তি, কাঁধে পাখি—
দুজনই অঙ্গার!

নৌকো থেকে বৈঠা পড়ে যায়
জলের তলায়

কালো ছাইরঙা জল একবার ঢেউ দিয়ে অন্ধকার

এখন কোথায় আছে সেই বৈঠাখানি?

দুটো কৌতূহলী মাছ, দু' খণ্ড পাথর, লক্কড়, সাইকেল ভাঙা
গোল আংটির পাশে পাঁকে গাঁথা চারানা আট আনা। অন্ধকারে
ওদের চোখ জ্বলে। এই জলে থেকে থেকে
এখন ওরাও কোনো প্রাণী।

হারানো বৈঠার কাছে পৌঁছে দেখি, তার
দুধারে জন্মেছে পাখনা, পিঠে কাঁটা, নাকে খড়্গ, আর
খড়্গের রজ্জুর সঙ্গে বৃহৎ নৌকাটি বেঁধে নিয়ে
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ঝাপসা জলমগ্ন ভূমণ্ডল পেরিয়ে সে চলেছে আবার!

তুমি কি বিশ্বাসহন্তা? না, তুমি বিশ্বাসী?

তোমার পিছনে ঘুরছে জাঁতা ও আগুনচক্র
তোমার সম্মুখে উড়ছে সোনার পতঙ্গ আর ডানামেলা বাঁশি..

মাঝখানে অশ্বত্থগাছ। মাঝখানে দড়ি আর ফাঁসি।

আমি তো আকাশসত্য গোপন রাখিনি
খুলে দ্যাখো পাখির কঙ্কাল।

নীচের প্রান্তরে উড়ত পাখি ও পাখিনী
অনেক উপরে ঢালু বাটির মতন শূন্য ধ'রে
আমি তার ছায়াচিত্র তুলে রাখতাম।

এ দৃশ্য যে দেখেছিল তার মধ্যে থেকে আজ আর
আলো অব্দি বেরোতে পারে না।
সেখানে দিবস রাত্রি নেই, শুধু জমে থাকা
থলথলে অন্ধকার সময় একতাল।
তার চারিদিকে আজ শেষ হয়ে যাওয়া
জ্যোতিষ্ককোটর ভরা ছাই।

আমি দীর্ঘাকার প্রভা নিয়ে
তার বৃত্তপথ থেকে, ধীরে ধীরে, দূরতম শূন্যে সরে যাই...

জ্বলতে জ্বলতে পাখি পড়ছে

জলে 'ছ্যাঁৎ' আওয়াজে আমার
ঘুম ভাঙে
কোটি কোটি যুগ পরেকার
ঘুম,
যার মাথার ওপরে
হাঁ করা আকাশগর্ত, লৌহমেঘ, আর
তার নিচে, ঘুরতে ঘুরতে, ক্রমশ তলিয়ে যাওয়া পৃথিবীর নিঃশব্দ চিৎকার।

আমার স্বপ্নের পর স্বপ্ন হল আরো বেলা যেতে
আমাকে ধ্বংসের পর ধ্বংসক্ষেত্রে বর্ণনার শেষে
শান্তি নেমে চলে গেল, মৃতদেহ টপকে টপকে, দূর তেপান্তর..
তার, গা থেকে স্ফুলিঙ্গ হয়ে তখনও ঝলক দিচ্ছে
রক্ত আর উল্লাসের ছিটে।
দিগন্তে মেঘের কুণ্ড। থেমে থাকা ঝড়...

আমাকে দৃশ্যের পর দৃশ্যের ওপিঠে
এইমতো এঁকে রাখছেন
এক মুণ্ডহীন চিত্রকর!

সমুদ্র? না প্রাচীন ময়াল? পৃথিবী বেষ্টন করে
শুয়ে আছে।
তার খোলা মুখের বিবরে
অন্ধকার। জলের গর্জন।
ঐ পথে
সমস্ত প্রাণীজগৎ নিজের অজান্তে গিয়ে ঢোকে

তুমি ওই বনের সীমায়
গাছে পিঠ রেখে বসে প্রাণত্যাগ করার মুহূর্তে
চোখ স্থির করছো সেই ময়ালের জ্বলজ্বলে চোখে
এতদিন পর
দেখছো সে আসলে অন্ধ। চোখ দুটো নুড়ির, শুধু
জ্যোৎস্না লেগে ঝকমক করে
দেখছো যে স্রোতের ওই গর্জন আসলে এক
জিভকাটা স্বর
দেখছো, তার মুখের গহ্বর
সীমাহীন কালো—কিন্তু দুটো একটা তারা ভেসে আছে

......................তারাখণ্ড সমুদ্রে পড়েছে

তার আগে আকাশে লম্বা আগুনের ল্যাজ—একপলক

তার আগে ঝলকে সাদা গাছপালা ভূখণ্ড পাহাড়—একপলক

উড়তে উড়তে ফ্রিজ করছে সরীসৃপ পাখি

পৃথিবী ধ্বংসের ঠিক একপলক দেরি

মৃত্যুর আগের স্বপ্নে এই দৃশ্য ফিরে আসে, সেই থেকে, সব পাখিদেরই

[সম্পর্ক: প্রাচীন উল্কা: ডাইনোসর বিলুপ্তি]

উপসংহার

সিদ্ধি, জবাকুসুম সংকাশ
মাথার পিছনে ফেটে পড়ে

দপ্ করে জ্বলে পূর্বাকাশ
রাত্রির মাথায় রক্ত চড়ে

সিদ্ধি, মহাদ্যুতি—তার মুখে
চূর্ণ হয় যশের হাড়মাস

হোমাগ্নিপ্রণীত দুটি হাত
আমাতে সংযুক্ত হয়, বলে:

বল তুই এই জলেস্থলে
কী চাস? কেমনভাবে চাস?

আমি নিরুত্তর থেকে দেখি
সূর্য ফেটে পড়ে পূর্ণ ছাই

ছাই ঘুরতে ঘুরতে পুনঃপুন
এক সূর্য সহস্র জন্মায়

সূর্যে সূর্যে আমি দেখতে পাই
ক্ষণমাত্র লেখনী থামছে না

গণেশ, আমার সামনে বসে
লিপিবদ্ধ করছেন আকাশ

চক্রের পিছনে চক্রাকার
ফুটে উঠছে ব্রহ্মাণ্ডজগৎ

এ দৃশ্যের বিবরণকালে
হে শব্দ, ব্রহ্মের মুখ, আমি

শরীরে আলোর গতি পাই
তোমাকেও এপার ওপার

ভেদ করি, ফুঁড়ে চলে যাই...